আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় বীমা দিবস

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

স্মরণিকা

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
১ মার্চ ২০২৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১৬ ফাল্গুন ১৪২৯
১ মার্চ ২০২৩

'জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে আমি বীমা প্রতিষ্ঠানসহ বীমা শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবারে জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশে বীমা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে যোগদানের মাধ্যমে বীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ দিনটি স্মরণে প্রতিবছর ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালন বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি বীমা শিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বীমা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিয়ে মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও ছন্দময়। পুঁজি গঠন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বীমা শিল্পের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বীমা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম বিকাশমান খাত। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বিকাশ ঘটছে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের। ফলে দেশে বীমা শিল্পের গরুত্ব ও পরিধি দিন দিন বেড়ে চলছে। বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বীমাকে জনপ্রিয় করতে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক নতুন নতুন বীমা পরিকল্প চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বীমা সেবাকে একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও নিষ্ঠা এবং পেশাদারিত্বের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। গ্রাহকের বীমা দাবি যথাসময়ে পরিশোধ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহ প্রতিপালন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদানে এগিয়ে আসতে আমি বীমা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২৩

১ মার্চ 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য- 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ' সবাইকে উজ্জীবিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জেল-জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দেশের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। উন্নয়নের এ পথ পরিক্রমায় রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করে বীমা। সে লক্ষ্যে বীমা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সরকার 'বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এতে বীমা খাতে আধুনিকায়ন সম্ভব হবে এবং এখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান নিশ্চিত হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ দৃশ্যমান। দেশে মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু ট্যানেলসহ অনেক মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সরকারের সকল মেগাপ্রকল্পসহ দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সম্পদ এবং জীবনের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বীমা খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশ', যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ প্রযুক্তিগতভাবেও বিশ্ব পরিমন্ডলে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের দেশের জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি করতে সকল অংশীজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে বীমা শিল্প বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। একইসাথে বীমা কোম্পানিসমূহকে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সেবার মান উন্নয়নসহ বীমাদাবি দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। বীমা দিবস পালনের মাধ্যমে বীমার শুভবার্তা দেশের সর্বত্র পৌঁছে যাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩' এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

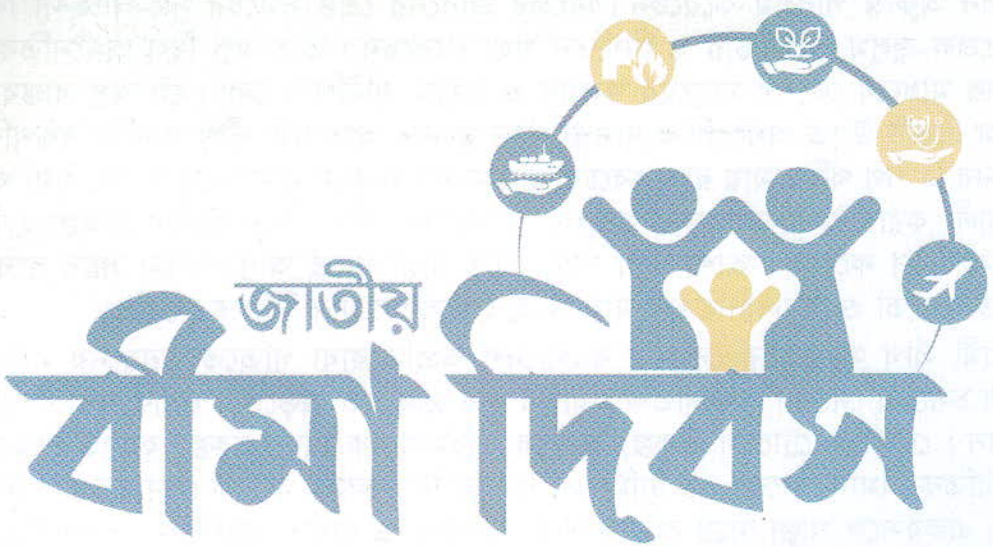

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

বাণী

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই বর্তমান সরকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শক্তিশালী ও উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যতম রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ আজ অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার অন্তর-মনগ্রথিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সুবর্ণরেখাটি স্পর্শ করবে, সে লক্ষ্যে আমরা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দ্ব্যর্থহীন কাজ করে যাচ্ছি। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের আবশ্যিক সহায়ক বীমা খাতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের সুরক্ষায় বীমা খাত অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া বীমা খাতের প্রিমিয়াম দেশের অর্থনীতিতে মূলধন যোগানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অর্থনীতির সক্ষমতা ও বিশালতার যথাযথ প্রতিফলন এখনো বীমা খাতে পড়েনি। Atlas Magazine, Swiss Re-Sigma এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশনা হতে দেখা যায় যে, যেখানে ইনসিওরেন্স পেনিট্রেশন বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৭.৫%, সেখানে বাংলাদেশের ইনসিওরেন্স পেনিট্রেশন জিডিপির ০.৫০%। অন্যদিকে, ইনসিওরেন্স ডেনসিটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয় একই রকম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশি দেশে যেখানে বীমার ঘনত্ব ৭৮ মার্কিন ডলার, সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ১০ মার্কিন ডলারের মতো। এদেশের শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বীমা খাতের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীমার ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বীমা খাতের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবারের বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

আমি 'জাতীয় বীমা দিবস-২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

বাণী

সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে যোগদান করেছিলেন। এ কোম্পানির অফিসেই তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ '৬ দফা' প্রণয়ন করেছিলেন। বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক মুক্তি-সংগ্রামের সাথে বীমাশিল্পের সম্পৃক্ততায় জাতির পিতার অমর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর ১ মার্চ 'খ' শ্রেণিতে 'জাতীয় বীমা দিবস' পালিত হয়ে আসছে। দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বসহকারে উদযাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বীমা দিবসকে 'খ' শ্রেণি হতে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী উন্নত-স্মার্ট দেশে পরিণত হওয়া। উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিরসনে বীমা বিশ্বব্যাপী অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বীমার ব্যাপ্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথা জনমনে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার ক্ষেত্রে বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ে বীমার বিস্তৃতি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে 'জাতীয় বীমা দিবস' এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বীমা খাত আধুনিকায়নে সরকার 'বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বীমা শিল্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাকচিউয়্যারি সৃষ্টির লক্ষ্যে অ্যাকচিউয়্যারিয়াল সাইন্স বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বীমা বিপণনের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে ব্যাংকাস্যুরেন্স চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা', সর্বসাধারণের দুর্ঘটনায় আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' এবং সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' সুবিধা চালু করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব, ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব, মানুষের জীবন-জীবিকা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শস্য বীমা, গবাদিপশু বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা সুবিধাসহ নানাবিধ বীমা সুবিধা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ বীমা খাতের পেনিট্রেশন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বীমা খাত জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

বাণী

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

আজ ৪র্থ জাতীয় বীমা দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার সময়ে সর্বস্তরের জনগণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তারিখটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ মার্চ কে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর দেশব্যাপী জাতীয় বীমা দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় বীমা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করা এবং জাতীয় বীমা দিবসকে "খ" শ্রেণী থেকে "ক" শ্রেণীভূক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বীমা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বীমা অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) গঠিত হওয়ার পরে বীমা খাতকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন, সর্বস্তরে বীমা সংশ্লিষ্ট কাজে সফটওয়্যারের ব্যাপক ব্যবহার এবং বীমা কোম্পানিসমূহকে অনলাইনের আওতায় আনা, বীমাগ্রহিতাদের মোবাইল ফোনে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণের জন্য Unified Messaging Platform (UMP) চালু, বার কোড সম্বলিত ই-মানি রিসিপ্ট প্রদান, প্রতি বছর বিভাগীয় শহরে বীমা মেলার আয়োজন, জাতীয় বীমা দিবস পালনের মতো অনেকগুলো যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শস্য বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ও শিক্ষা বীমাসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পণ্য বিচিত্রকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণাকে ইতিবাচক করতে এবং এ খাতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণে কর্তৃপক্ষ বীমা দাবী পরিশোধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। ফলে বীমা দাবী পরিশোধের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীমা শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক এবং বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কর্পোরেট এজেন্টসহ ব্যাংকাসুরেন্স (Bancassurance) পদ্ধতি চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে বীমা খাতকে একটি টেকসই খাত হিসেবে দেখা যাবে। বাংলাদেশের বীমা খাতে উন্নয়ন তথা অটোমেশনের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে একটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

করোনা মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে এবং চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যে অর্থনৈতিক স্থবিরতায় মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসনে বীমার গুরুত্ব নতুনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। বীমা খাতে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। বীমা শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আইডিআরএ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ এর সকল আয়োজন সফল করার জন্য আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়র্স এসোসিয়েশন, সকল বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

বাণী

প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন

১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবস। ৪র্থ বারের মত দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ'। প্রতিপাদ্যটি যথার্থ হয়েছে বলেই আমি মনে করি। উন্নত বিশ্বে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিরাপদ রাখার জন্য বীমা করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পে যোগদানের তারিখটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর জাতীয় বীমা দিবস পালন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ, ১৯৬০ তারিখে আলফা ইন্স্যুরেন্সে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সে সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকায় বীমা কোম্পানিতে যোগদান করে তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। বীমা পেশায় নিয়োজিত থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে আন্দোলনমুখী করে তোলেন। এ কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীমা সেক্টর চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিলো শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনকে সামনে রেখে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে শত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বীমা শিল্পকে গতানুগতিক ধারা থেকে বের করে এনে তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বীমা সেবাকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং উৎসব মুখর পরিবেশে দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। এ ছাড়াও, গত বছরের জাতীয় বীমা দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাতীয় বীমা দিবসকে 'খ' শ্রেণী থেকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিবসটিকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিআইএ-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সরকার বীমা আইন ২০১০ প্রণয়ন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বীমা শিল্পের আধুনিকায়ন করেছে। বীমা শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্ত কর্পোরেট এজেন্টসহ ব্যাংকাসুরেন্স পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবাসী বীমা, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা, বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, ভবন বীমা, শস্য বীমা, গবাদিপশু বীমা ও যাত্রীদের জন্য বীমাসহ নানাবিধ বীমা সুবিধা চালুর বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমা শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে দ্রুত বীমা দাবি পরিশোধের মাধ্যমে বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ইতিবাচক ধারনা সৃষ্টি করতে হবে। এ ছাড়াও, বীমার পেনিট্রেশন বৃদ্ধির নিমিত্ত সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন বীমা প্রোডাক্ট তৈরী করতে হবে। বীমা বান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে বীমার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

জাতীয় বীমা দিবস, ২০২৩ এর সকল আয়োজন সফল হোক। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ কবির হোসেন

বাণী

প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যৌথ আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (বিআইএ) ও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম (বিআইএফ) এর সহযোগিতায় প্রতি বছরের মত এবারও ১ মার্চ "জাতীয় বীমা দিবস" উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি ভীষণভাবে আনন্দিত। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা পেশায় যোগদানের স্মৃতিবিজড়িত এ দিনটি জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। 'খ' ক্যাটাগরির দিবস থেকে 'ক' ক্যাটাগরির দিবস হিসেবে উন্নীত করায় আমরা সকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি আমাদের মুক্তির মহানায়ক স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরো স্মরণ করছি জাতির সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারা মা-বোনদের।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগ্রগতি, জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বীমা শিল্পের অংশগ্রহণ এবং সেবাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করাই বীমার মূল লক্ষ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় বীমা আইন ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। যুগোপযোগী এ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন বীমা শিল্পের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কর্তৃপক্ষের দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে, যা বীমা শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বীমা পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ায় এ শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের যথাযথ দিক নির্দেশনায় আমরা বীমার সুবিধা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারছি। তাছাড়া, দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীমা দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বীমা শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। দেশব্যাপী স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বীমা দাবীর চেক বিতরণের মাধ্যমে আমরা গ্রাহকের আস্থা আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'জাতীয় বীমা দিবস'কে 'খ' শ্রেণি থেকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করায় বীমার প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অধিকতর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বর্তমান সরকারের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সর্বোচ্চ বীমা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক গ্রাহককে বীমার আওতায় আনা সম্ভব হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমা শিল্প অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

এ বছর জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য 'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ' বিষয়টিকে যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কারণ, একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বীমা শিল্পের সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। তাই দেশের মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে টেকসই করতে বীমার আওতায় আসতেই হবে।

পরিশেষে জাতীয় বীমা দিবস' ২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বি এম ইউসুফ আলী

সম্পাদকীয়

সদস্য
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
ও আহ্বায়ক, ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশনা উপ-কমিটি

বাংলাদেশ প্রতিনিয়তই উন্নয়ন ও অগ্রগতির নতুন নতুন মাইলফলক স্পর্শ করছে। কোভিড পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অঙ্গনে এক অভাবনীয় মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। তথাপি, কোভিডের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে চলমান বৈশ্বিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুরোদমে চালু রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ভিশন-২০৪১ এর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। এ সকল উদ্যোগে বীমার সম্পৃক্ততা ও অবদান কম নয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পে যোগদানের দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সরকার ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করেছে, যা ২০২০ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। এ বছর প্রথমবারের মতো জাতীয় বীমা দিবস 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এজন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফলে সঙ্গত কারণেই বীমা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ দিবসটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা প্রতিবারের মতো এবারও স্মরণিকা প্রকাশ করছি। চিরাচরিত প্রথা থেকে বের হয়ে ভিন্ন আদলে ও কলেবরে স্বরণিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি আমাদের এ প্রয়াস সবার ভালো লাগবে। এ স্মরণিকা বীমা সম্পর্কে পাঠকের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্মরণিকার প্রকাশনা সফল করতে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর সংকলন ও সম্পাদনায় অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে আমার যেসকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

'আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ'- সময়োপযোগী এ প্রতিপাদ্যের মর্মার্থ আর জাতীয় বীমা দিবসের আমেজ ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে।

সকলের শ্রম স্বার্থক হোক, জাতীয় বীমা দিবস সফল হোক।

মইনুল ইসলাম

বাংলাদেশের বীমা শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন ও সম্ভাবনা

'জাতীয় বীমা দিবস' বীমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীমা খাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ শিল্পে তাঁর যোগদানের তারিখ ১ মার্চ কে (১৯৬০ সাল) সরকার 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ বছর চতুর্থ বারের মতো 'জাতীয় বীমা দিবস' উদযাপিত হচ্ছে। এ বারের প্রতিপাদ্য "আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরাপদ"। সম্প্রতি সরকার এ দিবসটিকে 'খ' শ্রেণী থেকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করেছে। ফলস্বরূপ এ দিবসের মাধ্যমে বীমা খাতের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং জনগণের মাঝে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির ব্যাপক সুযোগ তৈরী হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও বীমা খাত

১৯৬০-এর শুরুতে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় দেশব্যাপী স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীমাকে তার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। তিনি ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তারিখে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এ যোগদান করেছিলেন। জাতির পিতা অনুধাবন করেছিলেন, একটি জাতির উন্নতির প্রথম শর্ত তার অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতামুক্ত করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাড় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। একটি শোষণমুক্ত, স্বনির্ভর এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের জীবন-সম্পদের সুরক্ষা এবং শিল্পায়নে বীমার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পরপরই তিনি তাই বীমা শিল্পকে ঢেলে সাজাতে এ খাতকে জাতীয়করণ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে বীমা

১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বৃটিশ সৈন্যদের লাইফ বীমা করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রথমবারের মত আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত বীমার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। উপমহাদেশের বীমা ইতিহাসে একটি মাইলফলক ঘটনা হলো বিশ শতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯১২ সালে প্রণীত Indian Life Assurance Companies Act, 1912। এছাড়া ১৯২৮ সালে প্রণীত হয় The Indian Insurance Companies Act, 1928। পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে পূর্বের আইনটি সংশোধিত/পরিমার্জিত করে The Insurance Act, 1938 নামে একটি পরিপূর্ণ বীমা আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পরও ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে এই বীমা আইনটি কার্যকর ছিল। আইনটি অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে বীমা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে বীমা

স্বাধীনতার পূর্বে এ অঞ্চলে বীমা ব্যবসার বেশ প্রসার ঘটেছিল। মোট ৪৯ টি বীমা কোম্পানি বিভিন্ন বীমা শ্রেণির (যেমন- লাইফ, অগ্নি, মেরিন এবং বিবিধ) বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বীমা কোম্পানি 'হোমল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয় ।

স্বাধীন বাংলাদেশে বীমার বিকাশ

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বীমা প্রতিষ্ঠান

জাতির পিতার সুযোগ্য নেতৃত্বে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ২৯টি পাকিস্তানি কোম্পানি অধিগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি "The Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and Commercial Concern) Order, 1972" জারী করে। জাতীয়করণের পূর্বে কোম্পানিসমূহের কাষ্টোডিয়ান নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার ২৬ মার্চ ১৯৭২ সালে "The Bangladesh Insurance (Emergency Provisions) Order, 1972" জারী করে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ৮ আগষ্ট ১৯৭২ এ "The Bangladesh Insurance (Nationalisation) Order, 1972" জারীর মাধ্যমে

দেশের সকল বীমা কোম্পানি জাতীয়করণ করে। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য মোট ৪টি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। জীবন বীমা অর্থাৎ লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার জন্য (১) সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং (২) রুপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন নামে দুটি কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা অর্থাৎ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনা জন্য (১) তিস্তা বীমা কর্পোরেশন এবং (২) কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশন নামে দুটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এ ৪ টি কর্পোরেশনের তদারকির জন্য একটি পৃথক কর্পোরেশন 'জাতীয় বীমা কর্পোরেশন' গঠন করা হয়। একই সাথে দেশে ব্যবসারত কোম্পানিসমূহকে ৪ টি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৪ মে ১৯৭৩ "The Insurance Corporatopn Act, 1973" প্রণয়ন করে জাতীয় বীমা কর্পোরেশনসহ ৪টি কর্পোরেশন পুনর্গঠন করে লাইফ বীমা ব্যবসার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং নন-লাইফ বীমা ব্যবসার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আজও ৭৯ টি বেসরকারি বীমা কোম্পানির পাশাপাশি এ দুটি বীমা কর্পোরেশন বীমা সেবা প্রদানে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতার নির্দেশনায় বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি। সম্প্রতি ইন্স্যুরেন্স একাডেমিকে 'ইন্স্যুরেন্স ইসস্টিটিউটে' উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উলেখ্য, পাকিস্তানি কোম্পানি ছাড়া ০৩ টি বিদেশী কোম্পানি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল তাদের জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়নি। কোম্পানিগুলো হলোঃ আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, নরউইচ ইউনিয়ন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি এবং প্রুডেনসিয়াল এ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিঃ। সরকার জীবন বীমা ব্যবসারত বিদেশী কোম্পানিগুলোকে নতুন করে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। সরকারি নির্দেশনার পর তিনটি বিদেশী কোম্পানির মধ্যে একমাত্র আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স (বর্তমানে মেট লাইফ) কোম্পানি ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন সনদ গ্রহণ করে। কোম্পানিটি অদ্যাবধি এদেশে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করছে।

বীমা আইন, ১৯৩৮ এর অধীনে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এদেশে সরকারি খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং বেসরকারি খাতে আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত। ঐ সময়কালে লাইফ বীমাখাতে জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবসার পোর্টফলিও ছিল ১৪৬.৪৮ কোটি টাকা এবং আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর ব্যবসার পোর্টফলিও ছিল ১৬.৪৮ কোটি টাকা। ব্যবসার পোর্টফলিও অনুযায়ী ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এ দেশে লাইফ বীমা খাতে মোট প্রিমিয়াম অর্জন হয় ১৬৩.৩২ কোটি টাকা। নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ব্যবসা পোর্টফলিও ছিল ৪০৮.৫১ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত লাইফ এবং নন-লাইফ খাতে মোট প্রিমিয়াম অর্জিত হয় ৫৭১.৮৩ কোটি টাকা।

বেসরকারি মালিকানায় বীমার অনুমোদন

বীমা শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার আশির দশকে "The Insurance (Amendment) Ordinance, 1984" এবং "The Insurance Corporation (Amendment) Ordinance, 1984" প্রণয়ন করে বেসরকারি খাতে বীমা কোম্পানি গঠনের সুযোগ প্রদান করে। উক্ত আইনী কাঠামোর আওতায় ১৯৮৫-১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে আরও ৪টি লাইফ এবং ১৮টি নন-লাইফ বেসরকারী বীমা কোম্পানিকে ব্যবসার অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ -২০০০ সাল এবং ২০১৩ সাল হতে অদ্যবধি ১৯টি লাইফ ও ২৮ টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার বীমা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে ২০১১ সালে বীমা শিল্পের তদারকির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৮ সালের পুরাতন বীমা আইন রহিত করে প্রণয়ন করা হয় 'বীমা আইন, ২০১০'। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বীমা খাতে আইনী কাঠামোকে পূর্ণতা দান ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি ২৬টি বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন করেছে।

আরও ১০ টি প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং সরকারি অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও, ২০১৪ সালে প্রণীত হয়েছে 'জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪' যা সম্প্রতি হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় বীমা দিবস

১ মার্চকে সরকার জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বর্ণাঢ্য প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি উদযাপন করা হয়। এর মাধ্যমে জনগণের কাছে বীমার নানাবিধ সুবিধা তুলে ধরা হয়, যা এ খাতের প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের অংশগ্রহণ বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। দিবসটি উপলক্ষে টিভি চ্যানেলে বীমা বিষয়ে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সম্প্রতি সরকার জাতীয় বীমা দিবস 'খ' শ্রেণী থেকে উন্নীত করে 'ক' শ্রেণীভুক্ত করেছে।

বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প

বীমা খাতের উন্নয়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ৬৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের সুদূর প্রসারী প্রভাবে সমগ্র বীমা খাত উপকৃত ও আধুনিকায়ন হবে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০২০ সালে **'ইউনিফাইড মেসেজিং প্লাটফর্ম'** নামে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম চালু করেছে, যার মাধ্যমে বীমাগ্রহীতাদের মোবাইলে প্রিমিয়াম জমার তাগিদ জানিয়ে খুদে বার্তা এবং পরবর্তীতে প্রিমিয়াম জমা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আরো একটি খুদে বার্তা প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে পলিসি রিপজেটরি, ই-রিসিপ্ট, e-KYC, বীমা তথ্য এ্যাপ ও পোর্টাল, বিজনেজ ইন্টেলিজেন্স টুলস ও অনলাইন এজেন্ট লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবাসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

নন-লাইফ বীমাকারীদের সক্ষমতা

অতীতে বৃহৎ সরকারি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে বিদেশে বীমা ও পুন:বীমা করতে হতো। বর্তমানে সরকারি বৃহৎ প্রকল্পসমূহ যেমন: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল, পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু ট্যানেলসহ অন্য মেগা প্রকল্পগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বীমা ঝুঁকি দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে আবরিত হচ্ছে। এছাড়াও, নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গবাদি পশু বীমা, শস্য বীমাসহ নতুন নতুন বীমা পরিকল্প উদ্ভাবন করে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পদের ঝুঁকি নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

প্রিমিয়াম আয়

প্রিমিয়াম জমার বিপরীতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি বিশেষণ করে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর হতে বীমা খাত ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে। ১৯৭৩ সালে দেশে মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১১.৯০ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৫৩১৭.০৮ কোটি টাকা যা ২০২২ সালে ১৬,৮১২.৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০৮-২০২২ সাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি ২১৬.২০ শতাংশ অর্থাৎ বছর ভিত্তিক গড় প্রবৃদ্ধি ১৫.৪৪ শতাংশ।

বীমা পণ্য বহুমুখীকরণ

উদ্ভাবনী শক্তি একটি খাতকে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি-বেসরকারি বীমাকারীরা সাম্প্রতিক সময়ে বীমা পরিকল্পে বেশকিছু উদ্ভাবনী ধারণা যোগ করেছে। প্রচলিত বীমা সুবিধার বাইরে কিছু বীমাকারী টার্ম ইন্স্যুরেন্স পদ্ধতি চালু করেছে। এতে গ্রাহকগণ কম খরচে বৃহৎ অংকের বীমা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

অভিভাবকের মৃত্যুতে অথবা পঙ্গুত্ব বরণের ফলে যাতে আর্থিক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত না

হয় সে জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মুজিববর্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০ হাজার অভিভাবক বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমার আওতায় এসেছেন। এছাড়াও খেলোয়াড়দের জন্য 'বঙ্গবন্ধু স্পোর্টসম্যানস কম্প্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স', দুর্ঘটনার ঝুঁকি আবরণের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা', প্রবাসী কর্মীদের জন্য "প্রবাসী বীমা" সুবিধা চালু করা হয়েছে। শারীরিক -মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। "কম্প্রিহেনসিভ মোটরযান বীমা" নতুন আঙ্গিকে প্রচলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা রয়েছে। শস্য বীমা, গবাদি পশু বীমা, ভবন বীমাসহ অন্যান্য বিষয়েও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

গ্রাহক সুরক্ষা

বীমা গ্রাহকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোন গ্রাহক বীমা দাবি না পাওয়ার অভিযোগ কর্তৃপক্ষে সরাসরি অথবা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটিতে করতে পারেন যা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কর্তৃপক্ষ বীমা গ্রাহকদের জন্য হটলাইন নম্বর ১৬১৩০ চালু করেছে, যাতে বীমাগ্রহীতারা তাদের বীমা দাবি সংক্রান্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অধিকাংশ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান অনুরূপ হটলাইন নম্বর চালু করেছে।

বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ

- একচুয়্যারিয়াল সায়েন্স বিষয়ে বৃত্তি প্রদান ও একচুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠা: বীমা শিল্পে একচুয়ারির সংকট নিরসনকল্পে দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একচুয়ারিয়াল সায়েন্স বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন সহকারী অধ্যাপককে যুক্তরাজ্যের City University এ মাস্টার্স প্রোগ্রামে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিটি জীবন বীমা কোম্পানিতে একচুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করার জন্য সার্কুলার লাইফ ১২/২০২২ জারি করা হয়েছে।
- কর্তৃপক্ষের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি: বীমা শিল্পের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের লক্ষে দক্ষ মানবসম্পদ অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের বিভিন্ন মেয়াদে উদ্যোগ নিয়েছে।
- মরটালিটি ও মরবিডিটি টেবিল: বীমা পরিকল্প প্রণয়ন, দায়মূল্যায়ন ও রিজার্ভ নির্ধারণসহ বীমা সম্পর্কিত অন্যান্য কাজে মরটালিটি ও মরবিডিটি টেবিল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পূর্ব হতেই স্বতন্ত্র কোন মরটালিটি ও মরবিডিটি টেবিল ছিলনা যার ফলে বীমাকারীরা বিভিন্ন দেশের এ সংক্রান্ত টেবিল ব্যবহার করতো। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের বীমাকারীদের নিকট হতে Assured life এর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ পরিসংখ্যান নিয়ে Bangladesh Assured Life Mortality Table (2015-2018) ও Bangldesh Morbidity Table (2015-2018) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সকল বীমাকারীদের জন্য জারি করা হয়েছে।
- ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন: ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবস্থায় ব্যাংক বীমাকারীর পণ্য বিপণন করে থাকে। বাংলাদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে যাদের নিকট বীমা পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ব্যাংকাসুরেন্স সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ব্যাংকাসুরেন্স পদ্ধতি চালু করার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক স্বতন্ত্র দুটি নীতিমালা প্রস্তুত করেছে যেগুলো অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। এ ব্যবস্থা চালু হলে বীমা পণ্য বিপণনে দৃশ্যমান পরিবর্তন সূচিত হবে।
- কর্পোরেট গর্ভনেন্স শক্তিশালী করণ: বীমা শিল্পের উন্নয়নে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠা আজ সময়ের চাহিদা। কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্পোরেট গর্ভনেন্স গাইডলাইন এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে জারি করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে বীমা কোম্পানিগুলোর তহবিলের অবস্থা, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, দাবি পরিশোধ সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য বীমাকারীদের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের শুনানীতে আহবান করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনা শেষে এসব শুনানী থেকে কোম্পানিগুলোর কর্পোরেট ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অনুশাসন প্রদান করা হয়।

- বীমা আইন ২০১০ সংশোধন: বীমা আইন ২০১০ এর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছু নির্দেশনা আরও স্পষ্টীকরণের পাশাপাশি কিছু ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এসকল বিষয়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে যুগোপযোগি পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বীমা নীতি সংশোধন: বীমা নীতি ২০১৪ তে ৫০ টি সময়ভিত্তিক (timebound) লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা আছে যার মধ্যে প্রায় ১৪ টি লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়েছে কিছু লক্ষমাত্রা অর্জনের কাজটি ধারাবহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিছু লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বাস্তবতার নিরিখে 'বীমা নীতি ২০১৪' এর লক্ষমাত্রাগুলো পুন:বিন্যাসকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- সার্কুলার জারি: বীমা শিল্পে যখনই কোন অসামঞ্জস্যতা বা আইনী ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় কর্তৃপক্ষ এসকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে থাকে। কর্তৃপক্ষ বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০২২ ও ২০২৩ সালে ১০টি সার্কুলার জারি করেছে।
- বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন: বীমা আইন অনুযায়ী বীমা গ্রাহকের দাবি নিষ্পত্তি করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বীমাগ্রাহকের দাবি দ্রুত নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে।
- বীমা শিল্পের প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি: বীমা বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নানবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বীমা শিক্ষার প্রসার ও বীমা বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে দেশব্যাপী ধারবাহিকভাবে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও, বীমা বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট ও টিভিসি তৈরী করা হয়েছে যা বীমা দিবস ও সারা বছর দেশব্যাপী প্রচার করা হবে। বীমাকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর বীমা মেলার আয়োজন করা হয়।
- বীমাখাতে পেশাদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন: বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে ৬৭২.০০ কোটি টাকায় Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে যা ২০২৪ সালে শেষ হবে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৪ টি অংশী প্রতিষ্ঠান যথা: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পেশাদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- বীমা খাতে ডিজিটাইজেশন: বীমা খাত ডিজিটাইজেশনের এর আওতায় আনার লক্ষ্যে Unified Messaging Platform (UMP) নামক State-of-the-art-technology সম্পন্ন একটি প্লাটফরম (Platform) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থাপন করা রয়েছে এবং Messaging Platform এর মাধ্যমে লাইফ এবং নন-লাইফ খাতের নানাবিধ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া বীমা গ্রাহকগণ বীমা পলিসির সকল তথ্য সহজেই জানতে পারছেন।

  বাস্তবায়নাধীন BISDP প্রকল্পের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য Regtech ও Suptech সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হবে। পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে Data Capture-এর আধুনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে যা কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

বীমা শিল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে বীমা শিল্প বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো কাঙ্খিত বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এ খাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ বীমার প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি। বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণ ততটা সচেতন নয়, যা বীমার প্রসারের জন্য আবশ্যক। প্রচলিত বীমা পরিকল্পগুলো পুরোনো ধ্যান-ধারণার উপর প্রণীত। বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা ব্যয় আন্তর্জাতিক মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। বীমা খাতে একচ্যুয়ারি এবং দক্ষ জনবল সংকট একটি বড় সমস্যা। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো সংশোধনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একচ্যুয়ারিয়াল সাইন্স ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়েছে।

বীমা শিল্পের সম্ভাবনা

২০৩০ সালের মধ্যে বর্তমান বিশ্ব হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, এমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টই জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ২০১৫ সালে গ্রহণ করেছে। এ সকল অভীষ্ট অর্জনে বীমার রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। বীমা ব্যক্তি ও সম্পদের ঝুঁকি আবরিত করে এবং আকস্মিক দুর্যোগ-দূর্বিপাক ও স্বাস্থ্য বিপর্যয়জনিত দারিদ্যের হাত থেকে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বীমার আওতায় রয়েছে। এ বীমা সুবিধা ভবিষ্যত অনিশ্চয়তায় বিশেষ করে ব্যক্তি গ্রাহকদের দারিদ্র্য সীমার উর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সামান্য অংশই বীমার আওতায় রয়েছে। আমাদের অগ্রসরমান অর্থনীতিতে এ হার অনেক বৃদ্ধি করার অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশের দোরগোড়ায় বীমা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বীমা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের আর্থিক সক্ষমতা তৈরী করছে। অন্যদিকে দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট ডেনসিটি এবং ডিজিটাল জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান হার বীমার অনলাইন বিপণনের বিশাল সম্ভাবনা তৈরী করেছে, যার যথাযথ ব্যবহার বীমার প্রসারে সহায়তা করবে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে ব্যাংকাস্যুরেন্স পদ্ধতি চালু করার জন্য কাজ করছে, যা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে বীমা পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর করবে। পাশাপাশি লাইফ ও নন-লাইফ বীমা ব্যবসার জন্য বীমা পরিকল্পের বৈচিত্র্যকরণ বীমাকে বেশি সংখ্যক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট পৌঁছে দিবে।

বীমা খাতের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ (২০১০-২০২২)

সাল	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)			প্রবৃদ্ধি (%)
	লাইফ	নন-লাইফ	গ্রস প্রিমিয়াম	
২০১০	৫৮৩৫	১৬৫৮	৭৪৯৩	
২০১১	৬২৫৫	১৯৬৭	৮২২২	৯.৭৪
২০১২	৬৫৮৭	২১৬৭	৮৭৫৪	৬.৪৭
২০১৩	৬৮৪০	২২৯৩	৯১৩৩	৪.৩২
২০১৪	৭০৭৬	২৪৪৬	৯৫২২	৪.২৭
২০১৫	৭৩১৬	২৬৪৩	৯৯৫৯	৪.৫৯
২০১৬	৭৫৮৮	২৭৭৩	১০৩৬১	৪.০৪
২০১৭	৮১৯৮	২৯৮১	১১১৮০	৭.৯০
২০১৮	৮৯৮৯	৩৩৯৪	১২৩৮৩	১০.৭৬
২০১৯	৯৬০০	৩৭৯০	১৩৩৮৯	৮.১৩
২০২০	৯৫২৮	৩৭৪৩	১৩২৭১	-০.৮৯
২০২১	১০২৬০	৪১৪৭	১৪৪০৭	৮.৫৭
২০২২	১১৪০২	৫৪১৩	১৬৮১৫	১৬.৭১

নোট: ১। ২০২১ এবং ২০২২ সালের অনিরীক্ষিত তথ্য।
২। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের রি-ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আয়ের তথ্য নন-লাইফের গ্রস প্রিমিয়ামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

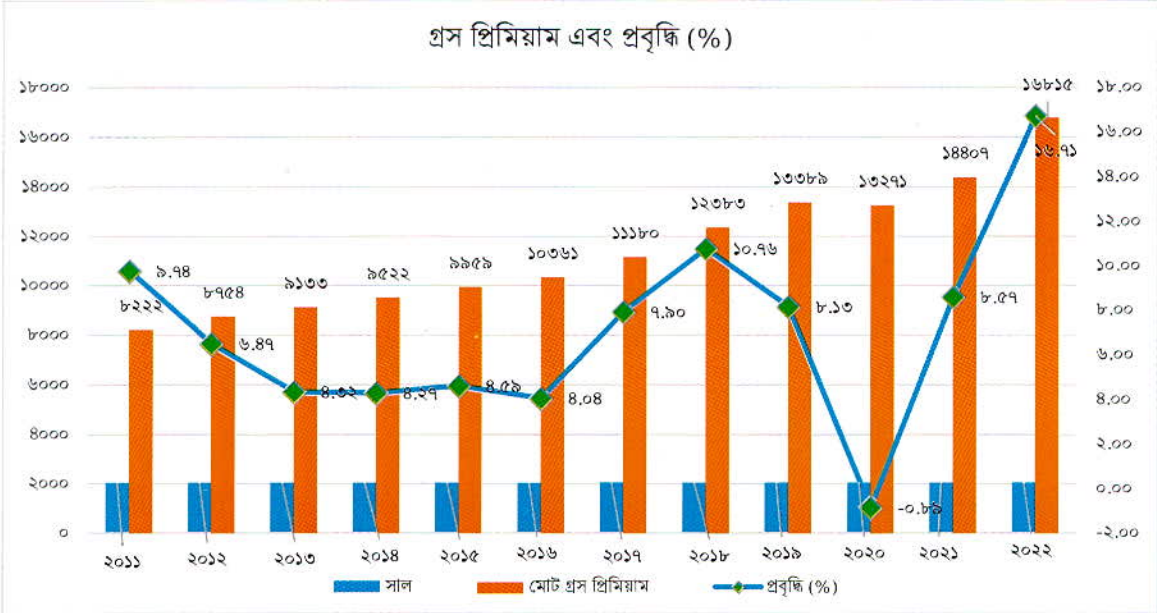

সাল	সম্পদ (কোটি টাকায়)			প্রবৃদ্ধি (%)
	লাইফ	নন-লাইফ	মোট সম্পদ	
২০১০	১৬৬৪৬	৪৭৪১	২১৩৮৭	
২০১১	২০২৫৩	৫৪৯৯	২৫৭৫২	২০.৪১
২০১২	২৩৯৬৩	৬৩৯২	৩০৩৫৫	১৭.৮৭
২০১৩	২৭৫৬৯	৭৪১৬	৩৪৯৮৫	১৫.২৫
২০১৪	৩১৩৯২	৭৯১৬	৩৯৩০৮	১২.৩৬
২০১৫	৩৩২৯০	৮৬৬৩	৪১৯৫৩	৬.৭৩
২০১৬	৩৫০১৫	৯৭৩৭	৪৪৭৫২	৬.৬৭
২০১৭	৩৭০৫২	১১১২৪	৪৮১৭৭	৭.৬৫
২০১৮	৩৮৬৮১	১১২৯৩	৪৯৯৭৪	৩.৭৩
২০১৯	৪১১৭৫	১২১৯৯	৫৩৩৭৪	৬.৮০
২০২০	৪৩৮৭২	১৩৩৮৫	৫৭২৫৭	৭.২৭
২০২১	৪৪৯৯২	১৫৮৬৯	৬০৮৬১	৬.২৯
২০২২	৪৫৭১৫	১৭৯১৪	৬৩৬২৯	৪.৫৫

নোট: ১। ২০২১ এবং ২০২২ সালের অনিরীক্ষিত তথ্য।

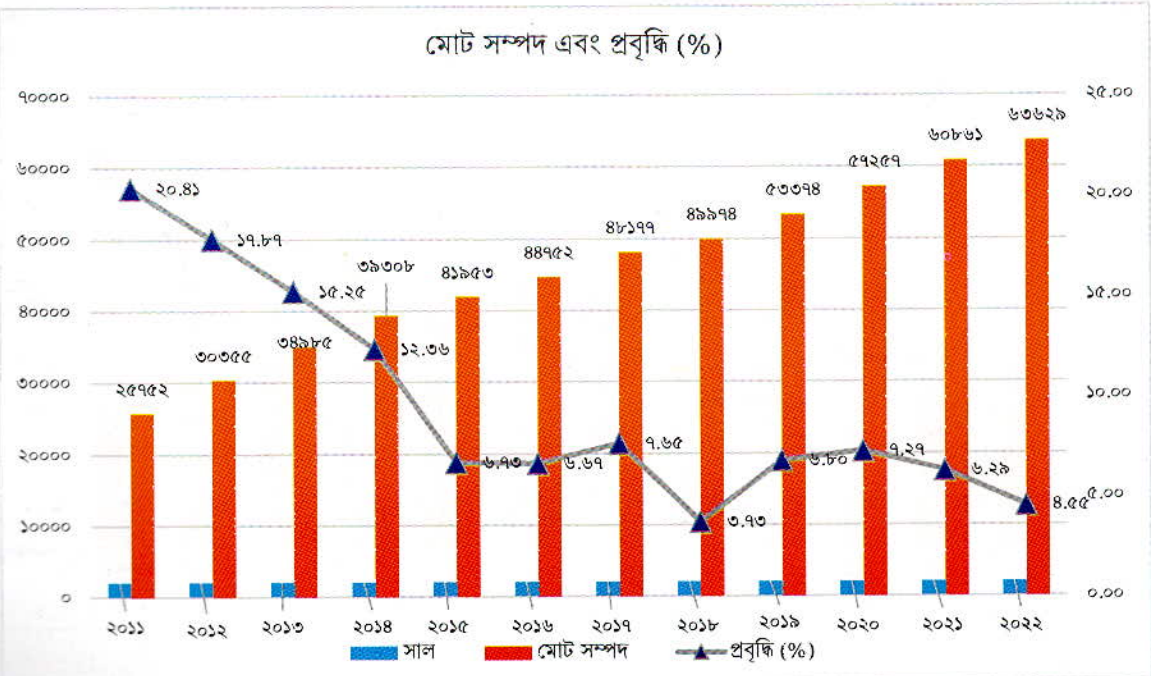

সাল	বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)			প্রবৃদ্ধি (%)
	লাইফ	নন-লাইফ	মোট বিনিয়োগ	
২০১০	১২৯৫৭	২৭২৯	১৫৬৮৬	
২০১১	১৫৭৬৬	৩০৪৪	১৮৮১০	১৯.৯২
২০১২	১৯১০০	৩৭২১	২২৮২১	২১.৩২
২০১৩	২২১২০	৪১৯৩	২৬৩১৩	১৫.৩০
২০১৪	২৪৮৬৫	৪৬২৮	২৯৪৯৩	১২.০৯
২০১৫	২৬৭৮৮	৪৮৮৪	৩১৬৭২	৭.৩৯
২০১৬	২৭৮৮৮	৫১৮৯	৩৩০৭৭	৪.৪৪
২০১৭	২৯৯৩৪	৫৮৫৫	৩৫৭৮৯	৮.২০
২০১৮	৩১০৫০	৫৯৮৯	৩৭০৩৯	৩.৪৯
২০১৯	৩৩৮৩১	৬৩২৫	৪০১৫৬	৮.৪১
২০২০	৩৬৬৬৬	৬৮৩৯	৪৩৫০৬	৮.৩৪
২০২১	৩৭৯০৪	৮১২৩	৪৬০২৭	৫.৮০
২০২২	৩৭৯৯২	৮৪৯২	৪৬৪৮৪	০.৯৯

নোট: ১। ২০২১ এবং ২০২২ সালের অনিরীক্ষিত তথ্য।

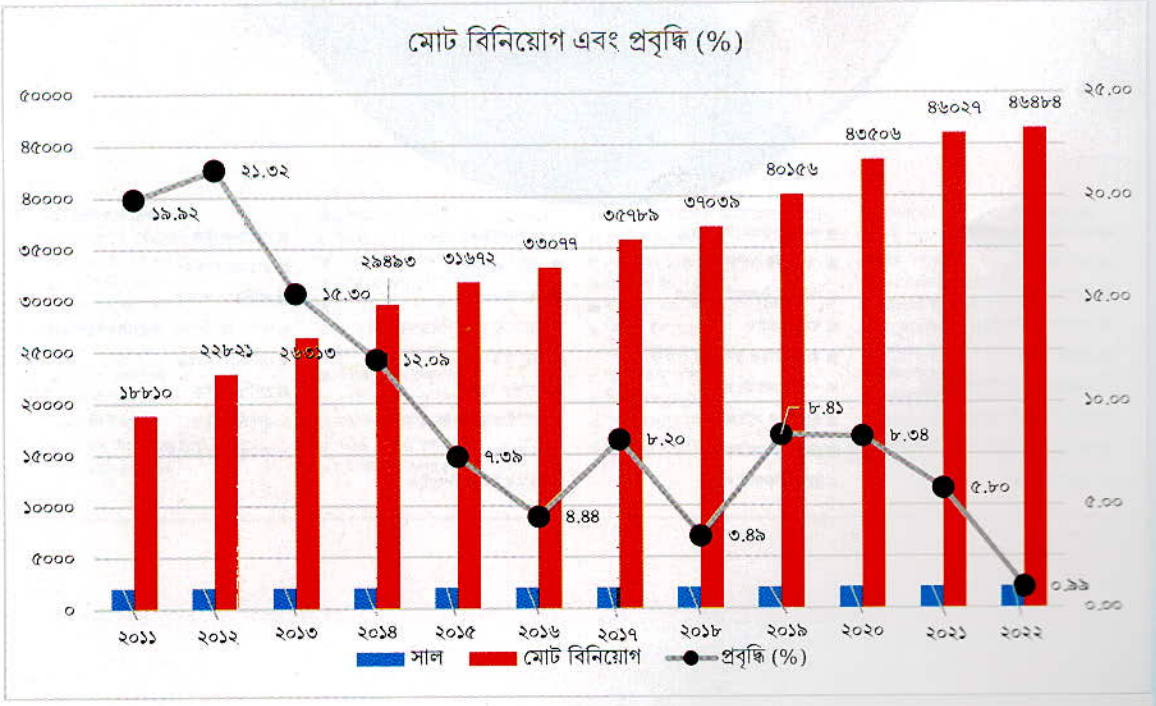

লাইফ বীমা খাতে বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার

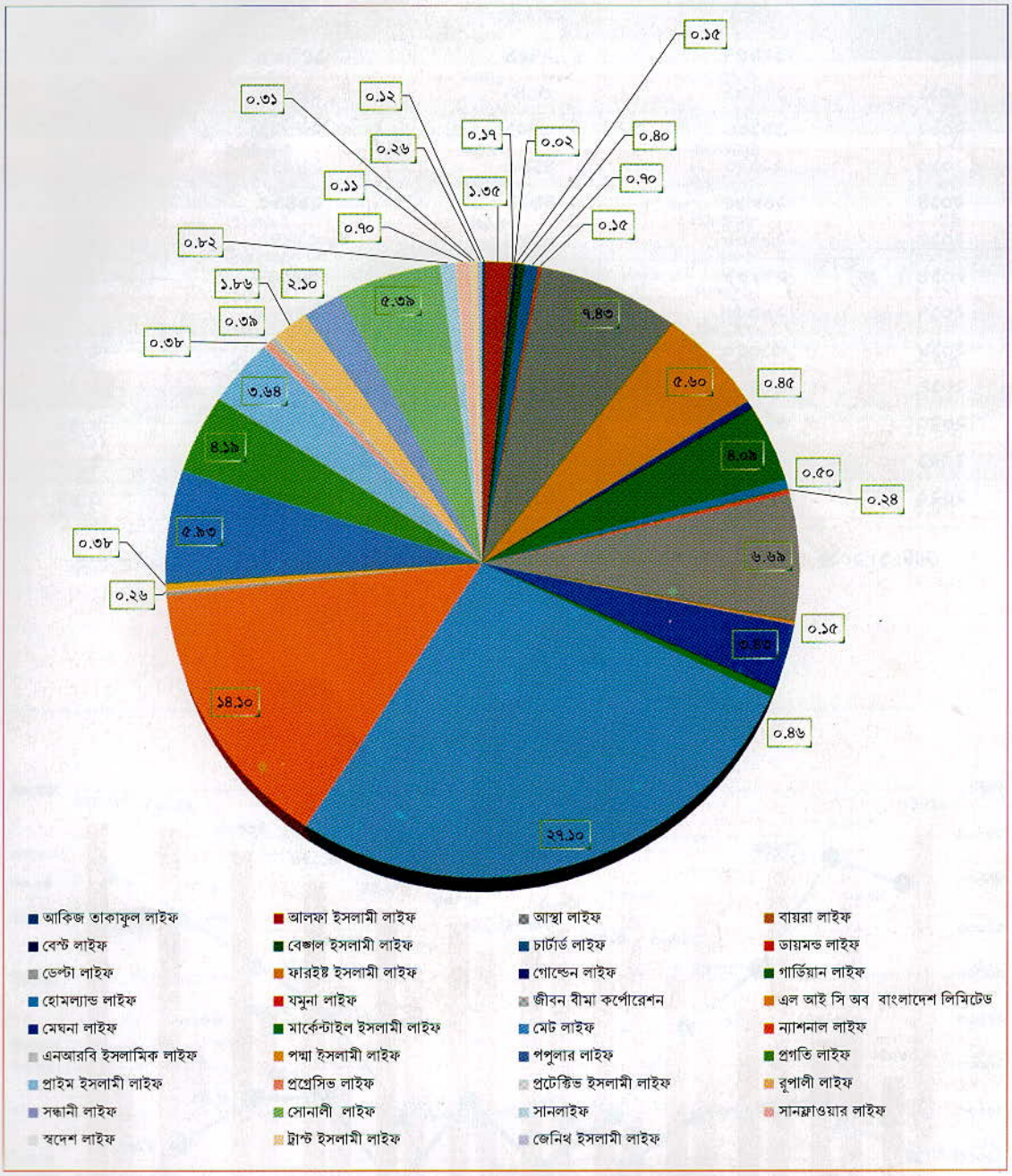

নন-লাইফ বীমা খাতে বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার

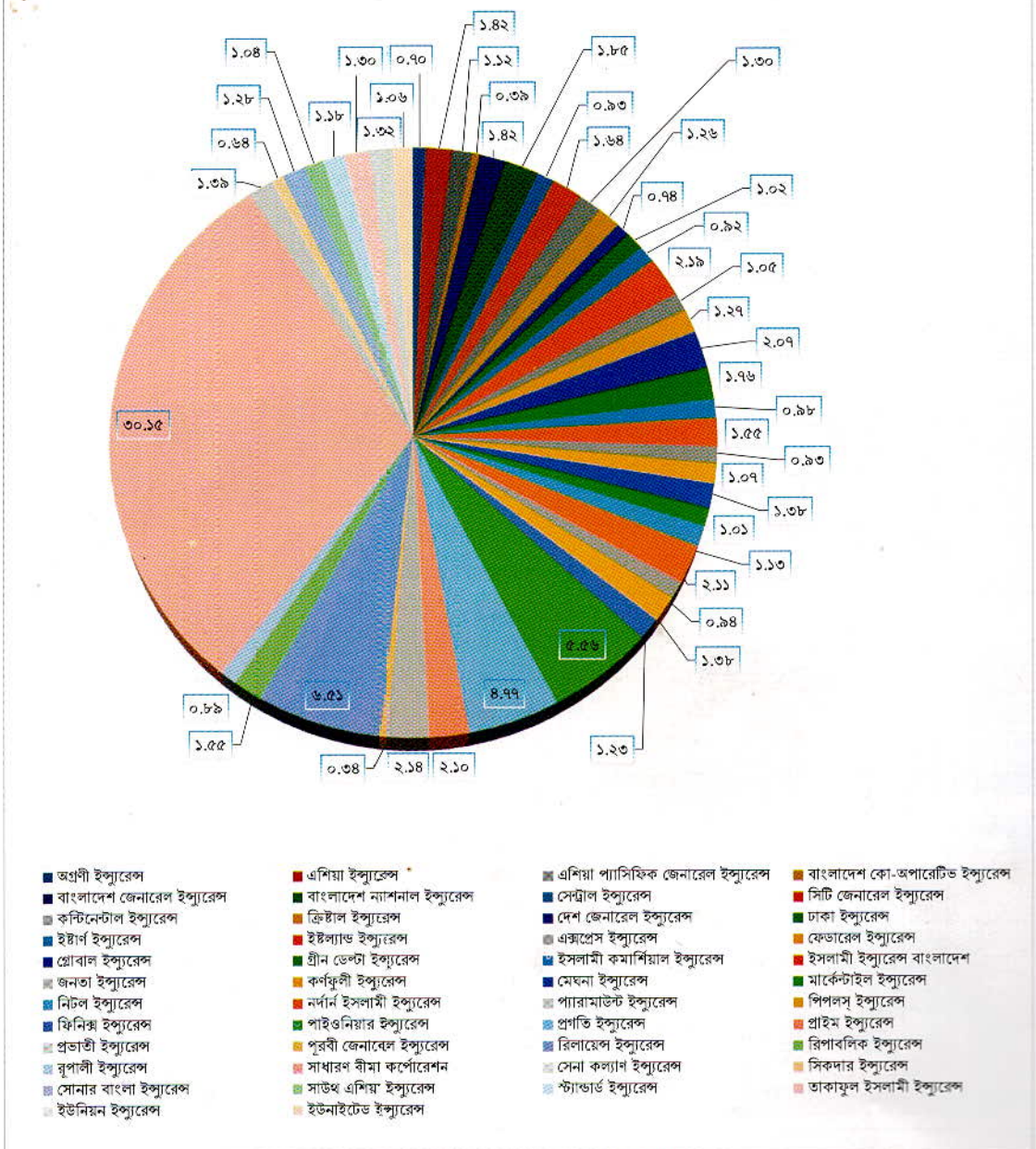

- অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স
- বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স
- কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স
- ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স
- গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স
- জনতা ইন্স্যুরেন্স
- নিটল ইন্স্যুরেন্স
- ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স
- প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স
- রূপালী ইন্স্যুরেন্স
- সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স
- ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স
- এশিয়া ইন্স্যুরেন্স
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স
- ক্রিষ্টাল ইন্স্যুরেন্স
- ইষ্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স
- গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স
- কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স
- নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স
- পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স
- পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
- সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স
- ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স
- এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স
- সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স
- দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স
- এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স
- ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- মেঘনা ইন্স্যুরেন্স
- প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স
- প্রগতি ইন্স্যুরেন্স
- রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স
- সেনা কল্যাণ ইন্স্যুরেন্স
- স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স
- বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স
- সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স
- ঢাকা ইন্স্যুরেন্স
- ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স
- ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ
- মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স
- পিপলস্ ইন্স্যুরেন্স
- প্রাইম ইন্স্যুরেন্স
- রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স
- সিকদার ইন্স্যুরেন্স
- তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স

জাতীয় বীমা দিবসে পুরস্কার/সম্মাননা প্রাপ্ত বীমা ব্যক্তিত্বদের তালিকা

'লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা ব্যক্তিত্ব পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান' ২০২০ (০৫ জন)

ক্র: নং	নাম	পরিচিতি
১	মরহুম খুদা বকস্	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন
২	মরহুম এম. এ. সামাদ	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি ও প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি
৩	মরহুম সাফায়েত আহমেদ চৌধুরী	প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যু: কো: লি: ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যু: কো: লি:
৪	মরহুম গোলাম মওলা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
৫	মরহুম এম. সামসুল আলম	চেয়ারম্যান, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

'লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা ব্যক্তিত্ব পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান' ২০২১ (০৪ জন)

ক্র: নং	নাম	পরিচিতি
১	মরহুম নাজমুল হক সিদ্দিকী	প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যু: কো: লি:, ফেডারেল ইন্স্যু: কো: লি: ও পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি
২	মরহুম মো: আব্দুল মজিদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, উপদেষ্টা ও পরিচালক, মেঘনা লাইফ ইন্স্যু: কো: লি:
৩	মোঃ লুৎফর রহমান মিয়া	বীমা ব্যক্তিত্ব
৪	মরহুম এম ময়ীদুল ইসলাম মরহুম	চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড ইন্স্যু: কো: লি: এবং চেয়ারম্যান, ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন

'লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা ব্যক্তিত্ব পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান' ২০২২ (০৫ জন)

ক্রমিক	নাম	পরিচিতি
১	শেখ কবির হোসেন	চেয়ারম্যান, সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লি: ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন
২	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	উপদেষ্টা, গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যু: কো: লি:
৩	মরহুম মকবুল হোসেন	চেয়ারম্যান, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যু: কো: লি: ও পূরবী জেনারেল ইন্স্যু: কো: লি:
৪	মরহুম মুস্তাফিজুর রহমান	প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যু: কো: লি:, কর্ণফুলী ইন্স্যু: কো: লি:, রূপালী লাইফ ইন্স্যু: কো: লি: ও রূপালী জেনারেল ইন্স্যু: কো: লি:

'জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে বিশেষ সম্মাননা'

ক্রমিক	নাম ও পরিচিতি
৫	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

বীমা খাতে একচ্যুয়ারি তৈরীর উদ্যোগ

বীমা শিল্পে একচ্যুয়ারির তীব্র সংকট থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একচ্যুরিয়াল সাইন্স বিষয়ে অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে নিম্নোক্ত দু'জন শিক্ষার্থীকে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে MSc. in Actuarial Science বিষয়ে এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার জন্য যুক্তরাজ্যের City University of London -এ প্রেরণ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	পদবি
১	জনাব রাকিবুল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২	জনাব মোঃ সাগর রানা	সহকারী অধ্যাপক, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে MSc. Actuarial Science বিষয়ে এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্নের লক্ষ্যে City University of London-এ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান

বীমা খাতে বঙ্গবন্ধু

আলফা ইন্স্যুরেন্স অফিস, ১৪ জিন্নাহ এ্যাভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ) : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আলফা ইন্স্যুরেন্সের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

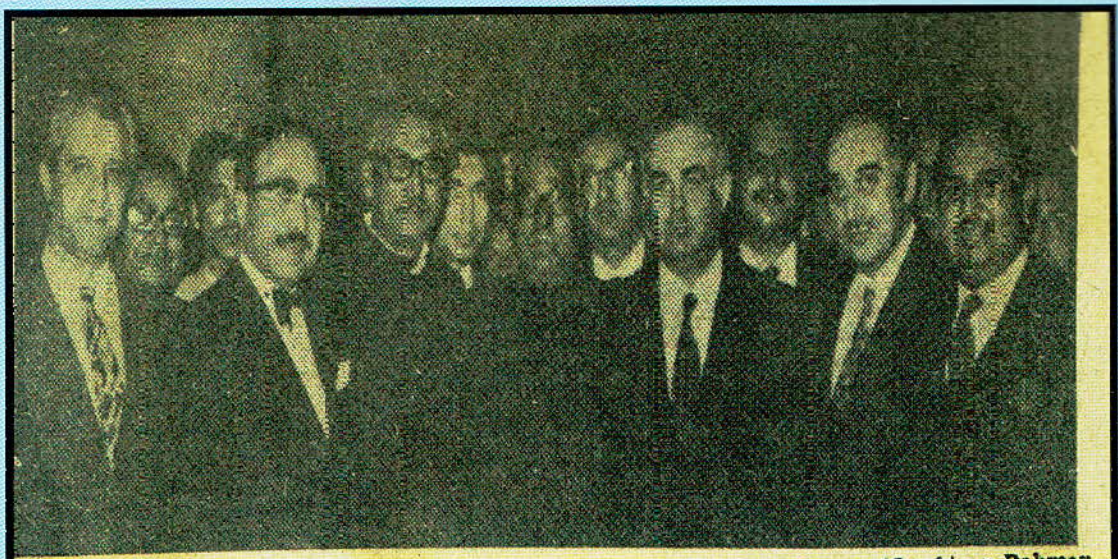

Mr. Golam Mowla, Managing Director, Great Eastern Insurance Co. Ltd. gave a dinner in honour of the delegates attending the ings. In the picture from left are Dr. A. R. Sahib (Iran), H.E. Dr. Farhang Mehr, leader of the Iranian delegation, Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Faruk Seven, leader of the Turkish delegation, Mr. Omer Yalaizogis, (Turkey) and the host.

পাকিস্তান ইন্স্যুরেন্স সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব গোলাম মাওলা দুর্গতদের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের হাতে একটি চেক প্রদান করছেন

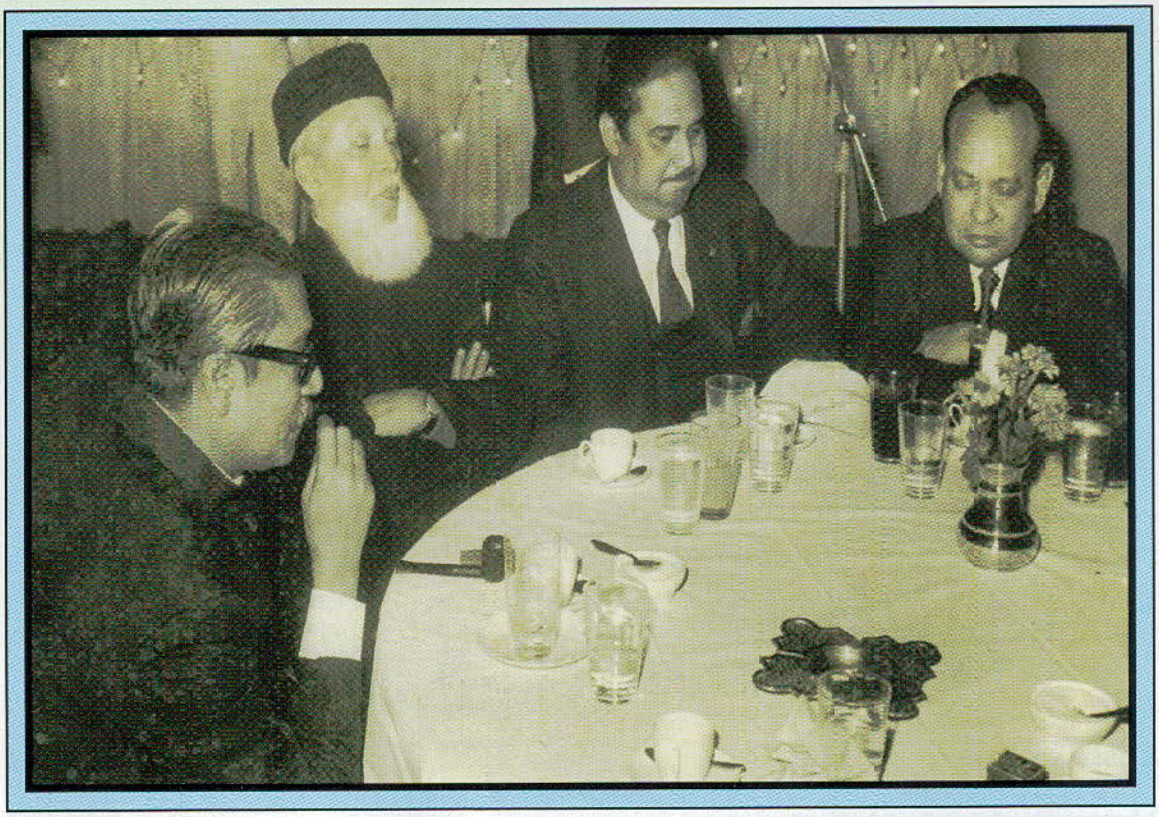

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

সূত্র: বসেমুজাম- ২/২০১৭/৭১৫০ তারিখ: ০৩.০৯.২০১৭

বিষয় ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১লা মার্চ ১৯৬০ সালে আলফা ইনসুরেন্স এন্ড কোম্পানীতে যোগদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানান যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১লা মার্চ ১৯৬০ সালে আলফা ইনসুরেন্স এন্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন।

সংযুক্ত ঃ আই বি রিপোর্ট (১ পাতা)

(মো. নজরুল ইসলাম খান)
কিউরেটর
ফোন ঃ ৯১১১১১০ (অ.)

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু ভবন, সড়ক-৩২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ, ফোন: ৯১১৬৭০০, ফ্যাক্স: ৯১০১১৫৫
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Museum, Bangabandhu Bhaban, Road-32, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Bangladesh, Phone: 9116700
Fax: 9101155, E-mail: bangabandhumuseum@gmail.com

ছবিতে বীমা উন্নয়ন ও কর্তৃপক্ষের কিছু কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১ম জাতীয় বীমা দিবস-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১ম জাতীয় বীমা দিবস-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন

১ম জাতীয় বীমা দিবস-২০২০ এ আয়োজিত র‍্যালি

জাতীয় বীমা দিবস ২০২১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন

জাতীয় বীমা দিবস ২০২১ এ বক্তব্য রাখেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

জাতীয় বীমা দিবস ২০২১ এ 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা'র পলিসি হস্তান্তর করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

জাতীয় বীমা দিবস ২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন

জাতীয় বীমা দিবস ২০২২ এ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন বক্তব্য রাখেন

জাতীয় বীমা দিবস ২০২২ এ শেখ কবির হোসেন, প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন-কে সম্মননা প্রদান

জাতীয় বীমা দিবস ২০২২ এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ট্রাস্টের কিউরেটর
জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান-কে বিশেষ সম্মননা প্রদান

বীমা মেলা ২০২২ (বরিশাল) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বীমা মেলা ২০২২ (বরিশাল) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বীমা মেলা ২০২২ (বরিশাল) এ বক্তব্য রাখেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ

বীমা মেলা ২০২২ (বরিশাল) এ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন বীমা মেলা ২০২২ (বরিশাল) এ বক্তব্য রাখেন

বীমা মেলা ২০২২ (বরিশাল) এ অতিথিবৃন্দের স্টল পরিদর্শন

বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ (২০২২)

বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী (২০২২)

বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন (২০২২)

বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জনৈক অংগ্রহণকারী (২০২২)

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মইনুল ইসলাম
সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
আহবায়ক, স্যুভেনির প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন
নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ শামসুল আলম খান
সহকারী পরিচালক
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ আবু মাহমুদ
সহকারী পরিচালক
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান
সহকারী পরিচালক
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব সমীর সরকার
কর্মকর্তা
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক (উপসচিব)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সদস্য-সচিব

জাতীয় বীমা দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে গঠিত কেন্দ্রিয় কমিটি এবং উপ-কমিটিসমূহ

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
১	মাননীয় অর্থমন্ত্রী	-	উপদেষ্টা
২	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
৩	চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সহ-সভাপতি
৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন	-	সদস্য
৫	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭	সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
৮	সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
৯	সদস্য (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
১০	সদস্য (লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
১১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
১২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
১৩	সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন	-	সদস্য
১৪	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম	-	সদস্য
১৫	পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি	-	সদস্য
১৬	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশন	-	সদস্য
১৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৯	অর্থ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/তথ্য অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২২	নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সহ সদস্য-সচিব
২৩	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

১। আমন্ত্রণপত্র ছাপা ও বিতরণ, নিরাপত্তা, আসন বিন্যাস এবং অভ্যর্থনা উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব বদরে মুনির চৌধুরী, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	আহবায়ক
2.	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী (যুগ্মসচিব), নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
3.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	-	সদস্য
4.	জনাব মিনাক্ষী বর্মন, উপসচিব (প্রশাসন ও কল্যাণ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, উপসচিব (অডিট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম (উপসচিব), পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
7.	জনাব শিহাব উদ্দিন, সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
8.	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সহকারী সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
9.	ড. এ কে এম সারোয়ার জাহান জামীল, সিইও, রিপাবলিক ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
10.	বিগ্রেঃ জেনাঃ শফিক শামীম, পিএসসি (অবঃ), সিইও, সেনা কল্যাণ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
11.	জনাবএস. এম. নুরুজ্জামান, সিইও, জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
12.	জনাব মোঃ সোহেল রানা কর্মকর্তা (অডিট শাখা, লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
13.	জনাব ফারজানা খালেদ, কর্মকর্তা (উন্নয়ন শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
14.	জনাব সুবীর চৌধুরী, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য-সচিব
আমন্ত্রণপত্র ছাপা ও বিতরণ বিষয়ক সমন্বয়ক দলে কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ			

15.	জনাব মোঃ আবদুল করিম, ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
16.	জনাব ফাহমিদা সারওয়ার, কর্মকর্তা (আইন, বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন শাখা, আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
17.	জনাব আলা উদ্দিন, কর্মকর্তা (রিপোর্ট রিটার্ন শাখা, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
18.	জনাব সমীর চন্দ্র সরকার, কর্মকর্তা (ক্রয় ও অন্যান্য সেবা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
	নিরাপত্তা বিষয়ক সমন্বয়ক দলে কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ		
19.	জনাব গোলাম মোস্তফা, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
20.	জনাব মোঃ ফজলুল ফারুক, ম্যানেজার, জীবন বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
21.	কাজী আব্দুল জাহিদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
22.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কর্মকর্তা (রেটিং, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
23.	জনাব মোঃ শামীম রেজা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
	আসন বিন্যাস ও অভ্যর্থনা বিষয়ক সমন্বয়ক দলে কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ		
24.	শেখ সিদ্দিকুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
25.	কাজী সাদিয়া আরবী, কর্মকর্তা (বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় পরিবীক্ষণ শাখা, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য

২। **আলোচনা সভা আয়োজন বিষয়ক উপ-কমিটি:**

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল, অতিরিক্ত সচিব (পুঁজিবাজার), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	আহবায়ক
2.	জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন, সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
3.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
4.	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, যুগ্মসচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব রুখসানা হাসিন, যুগ্মসচিব (বাজেট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব পি. কে. রায়, এফসিএ, উপদেষ্টা, রূপালী ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
7.	জনাব মোঃ জালালুল আজিম, সিইও, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
8.	জনাব বি. এম. ইউসুফ আলী, সিইও, পপুলার লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
9.	জনাব এ. এইচ. এম. নাজমুছ সাহাদাৎ, অনুষদ সদস্য (বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির প্রতিনিধি)	-	সদস্য
10.	জনাব খসরু দস্তগীর আলম, জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
11.	জনাব মোঃ আবু মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (একচ্যুয়ারিয়াল শাখা, লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
12.	সৈয়দ শরীফুল হক, কর্মকর্তা (নিয়োগ শাখা, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
13.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (উপসচিব), পরিচালক (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**
	কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ		
14.	জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদুল মুসলিম, সহকারী পরিচালক (রেটিং ও রেটিং সমন্বয়, নন-লাইফ)	-	সদস্য
15.	জনাব মোঃ সোলায়মান, উপ-পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সহ সদস্য-সচিব**

৩। **ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সাজ-সজ্জা, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি:**

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মইনুল ইসলাম, সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	আহবায়ক
2.	ডঃ নাহিদ হোসেন, যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
3.	জনাব মাকছুমা আকতার বানু, যুগ্মসচিব (বাজেট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	জনাব এ. বি. এম. রওশন কবীর, উপসচিব (গ্রহণ বিতরণ ও সেবা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব আজিজুর রহমান, সহকারী সচিব (সংসদ তথ্য ও সমন্বয় শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব মোঃ শামীম হোসেন, সিইও, সিটি জেনারেল ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
7.	জনাব মোঃ আবু তৈয়ব রেকন, সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
8.	জনাব শ্যামল কুমার সাহা, ম্যানেজার, জীবন বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য

9.	জনাব মুহাম্মদ শামছুল আলম, কর্মকর্তা (লিটিগেশন শাখা, আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
10.	জনাব তানজিদ-উল-ইসলাম, কর্মকর্তা (নিয়োগ শাখা, লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
11.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম (উপসচিব), পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**

৪। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠান উদযাপন সমন্বয় ও র‍্যালি আয়োজন বিষয়ক উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	আহবায়ক
2.	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
3.	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, যুগ্মসচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	জনাব মাকছুমা আকতার বানু, যুগ্মসচিব (বাজেট শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব এ. এস. এম ফেরদৌস, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি	-	সদস্য
7.	জনাব বি এম ইউসুফ আলী, সিইও, পপুলার লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
8.	মোঃ হামিদুল হক, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
9.	শেখ খায়েরুজজামান, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, জীবন বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
10.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, সহকারী পরিচালক [রেটিং (অগ্নি), নন-লাইফ], বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
11.	কাজী আব্দুল জাহিদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
12.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (উপসচিব), পরিচালক (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**
	কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ		
13.	জনাব কে. এম. খোরশেদ আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার এসোসিয়েশন	-	সদস্য
14.	কাজী সাদিয়া আরবী, কর্মকর্তা (বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় পরিবীক্ষণ শাখা, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
15.	জনাব আলা উদ্দিন, কর্মকর্তা (রিপোর্ট রিটার্ন শাখা, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
16.	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, পরিচালক (উপসচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ		সহ সদস্য সচিব

৫। দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মইনুল ইসলাম, সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	আহবায়ক
2.	জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল, অতিরিক্ত সচিব (পুঁজিবাজার), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
3.	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও কল্যাণ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	ড. শেখ মুসলিমা মুন, উপসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-	সদস্য
6.	জনাব এস. এম ইব্রাহিম হোসাইন, ACII, পরিচালক (অঃ দাঃ), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি	-	সদস্য
7.	জনাব তালুকদার মোঃ জাকারিয়া হোসেন, সিইও, ইউনিয়ন ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
8.	জনাব এন. সি. রুদ্র, সিইও, মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
9.	জনাব মোঃ আবু মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (একচ্যুয়ারিয়াল শাখা, লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
10.	জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান, সহকারী পরিচালক (নেটওয়ার্ক শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
11.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (উপসচিব), পরিচালক (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**
	কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ		
12.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (নির্বাহী পরিচালক), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
13.	জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
14.	জনাব সমীর চন্দ্র সরকার, কর্মকর্তা (ক্রয় ও অন্যান্য সেবা শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য

৬। মিডিয়া ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি বিষয়ক উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মফিজ উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	আহবায়ক
2.	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী (যুগ্মসচিব), নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
3.	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, যুগ্মসচিব (বিশেষায়িত ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	ডঃ নাহিদ হোসেন, যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব কামরুল হক মারুফ, যুগ্মসচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-১ ও ২ শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, উপসচিব (লিটিগেশন-১ ও ২ শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
7.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম, পরিচালক (উপসচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
8.	জনাব এ. এইচ. এম. নাজমুছ শাহাদাৎ বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির প্রতিনিধি	-	সদস্য
9.	জনাব এ.এন.এম. ফজলুল করিম মুন্সি, সিইও, কর্ণফুলী ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
10.	জনাব মোঃ কাজিম উদ্দিন, সিইও, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
11.	জনাব তানিয়া আফরিন, সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
12.	জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান, সহকারী পরিচালক (নেটওয়ার্ক শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
13.	জনাব সমীর চন্দ্র সরকার, কর্মকর্তা (সেবা শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
	কো-অপ্টকৃত সদস্য		
14.	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, পরিচালক (উপসচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**

৭। অর্থ উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন, সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	আহবায়ক
2.	ডঃ নাহিদ হোসেন, যুগ্মসচিব (নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
3.	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	জনাব রুখসানা হাসিন, যুগ্মসচিব (বাজেট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, যুগ্মসচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ (যুগ্মসচিব), নির্বাহী পরিচালক (লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
7.	জনাব মুহাম্মদ আমিন শরীফ, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-১ শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
8.	জনাব মোঃ কাজিম উদ্দিন, সিইও, ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
9.	জনাব মোঃ ইমাম শাহীন, সিইও, এশিয়া ইন্সুরেন্স লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
10.	জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
11.	সৈয়দ শরীফুল হক, কর্মকর্তা (নিয়োগ শাখা, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
12.	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী (যুগ্মসচিব), নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**

৮। রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন বিষয়ক উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মফিজ উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	আহবায়ক
2.	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী (যুগ্মসচিব), নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
3.	জনাব রুখসানা হাসিন, যুগ্মসচিব (বাজেট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	জনাব মোঃ নূর-ই-আলম, উপসচিব (বাজেট) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
5.	জনাব এস. এম ইব্রাহিম হোসাইন, ACII, পরিচালক (অঃ দাঃ), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি	-	সদস্য

6.	জনাব মোঃ খালেদ মামুন, সিইও, রিলায়েন্স ইন্স্যুঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
7.	জনাব মোঃ কামরুল হাছান, ম্যানেজার, জীবন বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
8.	জনাব মোঃ আমিনুল হক ভূঁইয়া, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	-	সদস্য
9.	জনাব ফারজানা খালেদ, কর্মকর্তা (উন্নয়ন শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
10.	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, উপসচিব (লিটিগেশন-১ ও ২ শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

৯। আপ্যায়ন বিষয়ক উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব কামরুল হাসান, সদস্য (লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	আহবায়ক
2.	ডঃ নাহিদ হোসেন, যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
3.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপসচিব (পুঁজিবাজার), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
4.	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, উপসচিব (অডিট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
5.	জনাব মোঃ জেহাদ উদ্দিন, উপসচিব (প্রশিক্ষণ ও শৃংখলা শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া, সিইও, রূপালী লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
7.	জনাব নিমাই কুমার সাহা, সিইও, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
8.	জনাব এ, বি, এম, রওশন কবীর, সহকারী সচিব (গ্রহণ, বিতরণ ও সেবা শাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
9.	কাজী আব্দুল জাহিদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
10.	মির্জা আবু ইউসুফ, কর্মকর্তা (সেবা শাখা, প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
11.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (উপসচিব), পরিচালক (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**
	কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ		
12.	জনাব মোঃ সোহেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়র্স এসোসিয়েশন	-	সদস্য
13.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কর্মকর্তা (রেটিং, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য

১০। লাইফ এবং নন-লাইফ বীমাকারীকে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান বিষয়ক উপ-কমিটি:

ক্র: নং:	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)		পদ
1.	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ মোল্লা, অতিরিক্ত সচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	আহবায়ক
2.	জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন, সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
3.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য (নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
4.	জনাব কামরুল হাসান, সদস্য (লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
5.	জনাব রুখসানা হাসিন, যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
6.	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ (যুগ্মসচিব), নির্বাহী পরিচালক (লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
7.	জনাব মিনাক্ষী বর্মন, উপসচিব (প্রশাসন ও কল্যাণ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
8.	জনাব আজিজুর রহমান, সহকারী সচিব (সচিবের দপ্তর), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
9.	জনাব মোঃ রশিদুল আহসান হাবিব, সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ শাখা, আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
10.	কাজী সাদিয়া আরবী, কর্মকর্তা (বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় পরিবীক্ষণ, নন-লাইফ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
11.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম (উপসচিব), পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	**সদস্য-সচিব**
	কো-অপ্টকৃত সদস্য		
12.	জনাব মোঃ মোস্তফা আল মামুন, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য

INSURANCE DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

IDRA

BANGLADESH

আমার জীবন আমার সম্পদ
বীমা করলে থাকবে নিরাপদ

BIA

Bangladesh
Insurance
Forum